যুগান্তর

তারিখ ... 18 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

# অসম্পূর্ণ এমপিও নীতিমালা

## ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয়েছিল এমপিও নীতিমালা। পরবর্তী সময়ে ২০১০ এবং ২০১৩ সালে এটি দু'দফায় সংশোধিত হয়। সর্বশেষ এই নীতিমালার যে খসড়াকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার, তাকে 'অসম্পূর্ণ নীতিমালা' বলে অভিহিত করেছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা। পূর্ববর্তী নীতিমালার চেয়ে সংশোধিত খসড়া নীতিমালাটিতে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। যেমন— আগে নিম্নমাধ্যমিক স্কুলে ১ জন শিক্ষক বাংলা, ইংরেজি ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়োগ করা যেত এমপিও নীতিমালায়; নতুন প্রস্তাবে এই তিন বিষয়ের জন্য তিনজন শিক্ষক নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলে বাংলা; ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার জন্য পাওয়া যেত ৩ জন শিক্ষক; এখন আরেকজনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সংখ্যা ইবতেদায়ি সংযুক্ত দাখিল ও ফাজিল মাদ্রাসায়ও বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি এই এমপিও নীতিমালায় ইতিমধ্যে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত শারীরিক শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার, স্কুল-মাদ্রাসায় এমএলএসএস-এর নিয়োগের প্রস্তাবও করা হয়েছে। এসব নতুন নিয়োগে সরকারি এমপিওভুক্ত ২৬ হাজার ৯০ প্রতিষ্ঠানে প্রায় দেড় লাখ নতুন কর্মসংস্থান হবে। বর্তমানে খসড়া প্রস্তাবে ইতিবাচক এই দিকগুলো রয়েছে। তা সত্ত্বেও মূলত যে লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে) শিক্ষক ও কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির উদ্যোগ, সেটি অসম্পূর্ণ বলেছেন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা যে কারণে তা হল— এ নীতিমালায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জনবল কাঠামো বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষা পাওয়ার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। প্রস্তাবিত খসড়ায় বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় শিক্ষকদের এমফিল-পিএইচডির মতো উচ্চতর শিক্ষার জন্য কোনো প্রণোদনার সুযোগ রাখা হয়নি।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে ব্যাপক বৈষম্য, তা দূরীকরণের দ্রুত কোনো দাওয়াই আছে বলে মনে করার কারণ নেই। ধারাবাহিক একটি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সীমাহীন সে বৈষম্যের অপনোদনের প্রয়াস অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। সর্বশেষ খসড়া প্রস্তাবসহ তিন ধাপে সংশোধিত এমপিও নীতিমালা সেই সদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ভবিষ্যতেও এই নীতিমালায় সংশোধন-সংযোজনের মধ্য দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার যে অন্তর্গত প্রণোদনা থেকে এটি প্রণীত, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'অসম্পূর্ণতা'র যে ত্রুটির কথা শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলেছেন তা দূর করা হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। বলা হয়— 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'— ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা বলতে চাই কানা মামাকে— ত্রুটিকে— আমরা শুদ্ধ করে নেব নিশ্চয়ই।